শারিয়া - কিঞ্চিৎ পরিচয়।

রাষ্ট্রপ্রধান

১। বাংলাদেশ ইসলামিক ফাওউডেশ্নের প্রকাশিত বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ১৯৮ ধারা ৯০০ (ঘ), আইনের উদ্ধৃতিঃ- ‘‘রাষ্টপ্রধান হওয়ার (অন্যতম) যোগ্যতা - পুরুষ’’।

প্রায় প্রতিটি শারিয়া কেতাবে এ আইন আছে। ব্যাখ্যায় নারী-নেতৃত্বের পক্ষে কিছুটা নমনীয় কথাবার্তা আছে কিন্তু সেগুলো মতামত মাত্র, আইন নয়।

মান-হত্যা।

৪। কেউ তার বাবা-মা, দাদা-দাদী বা নানা-নানীকে খুন করলে খুনীর মৃত্যুদন্ড হবে কিন্তু কেউ তার ছেলে-মেয়ে বা নাতি-নাতনিকে খুন করলে খুনীর মৃত্যুদন্ড (হুদুদ শাস্তি) হবে না কিন্তু দিয়াত (রক্তমূল্য) দিতে হবে - বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৫৪ ধারা ৬৪ ক ও খ।

৪ক। নিহতের পরিবার যদি খুনীকে মাফ করে দেয় তবে শারিয়া খুনীকে হুদুদ শাস্তি (মৃত্যুদন্ড) দিতে পারেনা - সব শারিয়া বই।

এসব আইন পাকিস্তান ও অন্যান্য শারিয়া-দেশে অনার কিলিং-কে উৎসাহিত করে। কারণ, বাবা বা ভাই তাদের কন্যা বা বোনকে হত্যা করলে এসব আইন অনুযায়ী খুনী নিহতের পরিবারকে হয় (১) রক্তমূল্য দেয়, যেটা কিনা তার নিজেরই পরিবার, অথবা (২) খুনীকে ‘‘মাফ’’ করে দেয় কারণ পরিবার আরো একজন সদস্যকে মৃত্যুদন্ডে হারাতে চায় না। এই দুই ক্ষেত্রেই শারিয়া খুনীকে শাস্তি দিতে পারেনা বলে অনার কিল্লিং সমানে চলছে।

তাৎক্ষণিক তালাক - হিলা বিয়ের পটভুমি।

৫। (ক) ‘‘স্বামী তাহার স্ত্রীকে একই সময়ে একই বাক্যে,- অথবা, পৃথক পৃথক সময় ও বাক্যে তিন তালাক দিলে তৎক্ষণাৎ বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে না’’ -বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭ ধারা ৩৫১ ও পৃষ্ঠা ৪৮৩ ধারা ৩৫১।

(খ) ‘‘সুস্পষ্ট বাক্যে অথবা পরোক্ষ বক্তব্যে অথবা ইশারা-ইঙ্গিতে অথবা লিখিতভাবে প্রদত্ত তালাক সংঘটিত হইবে’’ - বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ৪৭৮ ধারা ৩৪৩।

(গ) ‘‘তালাক বলার সময় স্বামীর মনের সংখ্যা বা দেখানো আঙ্গুল দিয়া তালাকের সংখ্যা ধরা যায়’’ - হানাফি আইন পৃষ্ঠা ৮১।

(ঘ) ‘‘যদি স্বামী বলে তোমাকে তালাক দিলাম, তবে বলিবার সময় স্বামীর মনে যে সংখ্যা থাকে তাহাই বলবৎ হইবে’’- শাফি’ই আইন পৃষ্ঠা ৫৬০ আইন নং **n.3.5**

(ঙ) একই ধরণের আইন আছে বাংলা কোরাণের তফসির - ১২৮ পৃষ্ঠায়, ‘‘দ্বীন কি বাঁতে’’-পৃষ্ঠা ২৫৪ আইন #১৫৩৭, ১৫৩৮, ১৫৪৬ ও ২৫৫৫, ক্যানাডার মওলানার ফতোয়ায় (**United Muslims**) ও ওয়েবসাইট **Sunnipath.com** ইত্যাদি।

৬। পুরো তালাকের পর স্বামীর সাথে পুনর্বিবাহের জন্য স্ত্রীকে অন্য (১) লোকের সাথে (বিয়ের পরে তালাক দেবে, এই শর্ত না দিয়ে) বিয়ে বসতে হবে, (২) তার সাথে দৈহিক সম্পর্ক করতে হবে এবং (৩) সেই স্বামীর স্বেচ্ছায় তার কাছ থেকে তালাক পেয়ে ইদ্দত পালন করতে হবে।

(ক) বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা ১৫৭ ধারা ৩৫১ ও পৃষ্ঠা ৪৮৩ ধারা ৩৫১।
(খ) হানাফি আইন পৃষ্ঠা ১৫ ও ১০৮
(গ) শাফি'ই আইন -পৃষ্ঠা ৯৮১ আইন নং **W.52.1 (253 - 255)**
(ঘ) ইসলামিক ল'জ - গ্র্যান্ড আয়াতুল্লাহ সিস্তানী- পৃষ্ঠা ৪৬৯ আইন#২৫৩৬
(ঙ) দ্বীন কি বাঁতে-পৃষ্ঠা ২৫২ আইন #১৫৪৩ (২)।
(চ)মকসুদুল মুমেনীন - পৃষ্ঠা ৩১৫।
(ছ) বাংলা কোরাণ - পৃষ্ঠা ১২৬।

৬ক। উদ্ধৃতিঃ - ''তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত নহে''।
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৫৬ ধারা ৩৪৪ এবং পৃষ্ঠা ৪৭৮ ধারা ৩৪৪।
''দ্বীন কি বাঁতে''-পৃষ্ঠা ২৫২ আইন #১৫৪২।
এ আইন সরাসরি কোরাণের সুরা ত্বালাক আয়াত ২-কে লংঘন করে -উদ্ধৃতিঃ-
''অতঃপর তারা যখন তাদের ইদ্দতকালে পৌঁছে, তখন তাদের যথোপযুক্ত পন্থায় রেখে দেবে অথবা যথোপযুক্ত পন্থায় ছেড়ে দেবে এবং তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন নির্ভরযোগ্য সাক্ষী রাখবে''।

এ আইন সুরা বাকারা ২২৮/২২৯ ও সুরা ত্বালাক ১/২-এর সরাসরি খেলাফ। কোরাণ মোতাবেক তালাক পুরো হতে হলে কমপক্ষে দুইমাস সময় ও দুইজন সাক্ষী লাগে। ''নিয়ত ছাড়া তালাক কার্য্যকর হয় না'' - এটা সাধারণ বোধের কথা। সুত্রেও আছে - নবিজী বলেছেন সহি মুসলিম ৪র্থ খন্ড পৃষ্ঠা ১৮৭- (বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন, ৩য় খন্ড পৃষ্ঠা ৯৮৪)।

৭। স্বামী অত্যাচারের চাপে, বা নেশার ঘোরে বা হাসি ঠাট্টাতে ''তালাক'' উচ্চারণ করলেও তাৎক্ষণিকভাবে পুরো তালাক হয়ে যাবে। বাংলা কোরাণের তফসির ১২৯ ও ৭৫৮ পৃষ্ঠা, হানাফি আইন পৃষ্ঠা ৫২৩,
''দ্বীন কি বাঁতে''-পৃষ্ঠা ২৫২ - ২৫৪ আইন #১৫৩৭, ১৫৩৮ ও ১৫৪৬,
মকসুদুল মুমেনীন অখন্ড- পৃষ্ঠা ৩১৪/৩১৫।
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮০/৪৮১ ধারা ৩৪৭ ও ৩৪৯। পৃষ্ঠা ১৫৬ ধারা ৩৪৯-এ আছে বল প্রয়োগে বা ভীতি-প্রদর্শন করে তালাক দিতে বাধ্য করলে ''হানাফি মতে কার্য্যকর হইবে'')।

৮খ। ''(তালাক পুর্ণ হবার আগে)স্বামী তাহাকে ফিরাইয়া লইতে পারে, স্ত্রীর সম্মতি থাকুক বা না থাকুক''। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮৩ ধারা ৩৫২।
এ আইন লংঘন করে কোরাণের সুরা নিসা আয়াত ১৯ -তোমরা স্ত্রীদের জোর করা আটকিয়ে রেখোনা। আয়াতটা স্ত্রীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তা সবাই জানে ও মানে, দৈনিক ইনকিলাবেও সেটা ছাপা হয়েছে গত ৪ ডিসেম্বর ২০০5 তারিখে।

(খ) বিচার, সাক্ষী ও বিচারক

৫। পরকীয়ার অপরাধ প্রমাণিত হবে অপরাধী স্বীকারোক্তি বা চার জন বয়স্ক মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্যে-

বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৭২ ধারা ১৩৩।
শাফি'ই আইন **page 638 Law# o.24.9**
হানাফি আইন পৃষ্ঠা ১৭৬
ক্রিমিন্যাল ল' ইন ইসলাম অ্যান্ড দি মুসলিম ওয়ার্লড - পৃষ্ঠা ৪৪৫।
দি পেনাল ল' অফ ইসলাম পৃষ্ঠা ৪৪ ও ৪৫
মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত বাংলা কোরাণ- পৃষ্ঠা ২৩৯ ও ৯২৮।

৬। হুদুদের শাস্তিযোগ্য জ্বেনা (অবৈধ সম্পর্ক) ও জ্বেনা-বিল-জাব্র (ধর্ষণ)-এর প্রমাণ হইবে নিম্নলিখিত দুইটির একটিঃ- (১) আদালতের সামনে অভিযুক্ত তাহার অপরাধের স্বীকারোক্তি করে, অথবা (২) চারিজন বয়স্ক পুরুষ মুসলিম সাক্ষী পাওয়া যায় যাহারা স্বচক্ষে শারীরিক মিলন দেখিয়াছে - "টেক্সট অফ পাকিস্তান'স হুদুদ অর্ডিন্যান্সেস"-এর (২)১৯৭৯ এর অর্ডন্যান্স নম্বর ৭, ১৯৮০ সালের এর অর্ডিন্যান্স নম্বর ২০ সেকশন ৮, এ-বি দ্বারা সংশোধিত।

৭। ধর্ষণের সাক্ষী। উদ্ধৃতিঃ- "বলপ্রয়োগকারী যেনার শাস্তি ভোগ করিবে এবং যাহার উপর বল প্রয়োগ করা হইয়াছে সে শাস্তিযোগ্য হইবে না যদি বলপ্রয়োগ প্রমাণিত হয়" - বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন - ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩০০ ধারা ১৩৪।

ধর্ষণের বলপ্রয়োগ কে প্রমাণ করবে, কিভাবে প্রমাণ করবে? বাস্তবে বহু ধর্ষিতা বলপ্রয়োগ প্রমাণ করতে পারেনা বলেই পাকিস্তানের কারাগারে হাজারো ধর্ষিতা নারী পরকীয়ার অপরাধে পচে মরছে। বাংলাদেশের গ্রামে ধর্ষিতাদের জুতো-পেটা বা ঝাঁটা-পেটা হবারও ঐ একই কারণ।

৮। উদ্ধৃতিঃ -"(ধর্ষণকারীর শাস্তি) কোন কারণে মওকুফ হইলে ধর্ষণকারী কর্তৃক ধর্ষিতাকে মোহরানা প্রদান বাধ্যকর হইবে"- বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩০১ ধারা ১৩৪-এর ব্যাখ্যা।

৯। উদ্ধৃতিঃ- "কোন নারীকে কোন ব্যক্তি ধর্ষণ করিলে ঐ ব্যক্তি বাধ্য হইবে ঐ নারীকে সেই পরিমাণ টাকা দিতে যে পরিমাণ টাকা ঐ নারীর মত কাহাকে বিবাহ করিলে মোহরানা দিতে হইত" - শাফি আইন নং m8.10 পৃষ্ঠা ৫৩৪।

এতে ধর্ষকের শাস্তির উল্লেখ নেই, কাজেই এর অপব্যবহার সম্ভব। এমন ঘটনা বাস্তবে এই বাংলাদেশেই ঘটেছে, ধনী ধর্ষক ধরা পড়েও টাকা দিয়ে পার পেয়ে গেছে। কোন ইসলামি দল বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেনি।

১০। হুদুদ মামলায় নারী-সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নয়।
হানাফি আইন ৩৫৩ পৃষ্ঠা,
শাফি'ই আইন -পৃষ্ঠা ৬৩৮ -**Law#o.24.9**
ক্রিমিন্যাল ল' ইন ইসলাম অ্যান্ড দি মুসলিম ওয়ার্লড - পৃষ্ঠা ২৫১।
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন - ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৬৭ ধারা ৫৭৬ ।
বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন ৩য় খন্ড ৮৮৮ পৃষ্ঠা - উদ্ধৃতিঃ- "ইবন হাযম লিখিত আল-মুহাল্লা গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেনা প্রমানের ক্ষেত্রে চারিজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান সাক্ষী হইতে হইবে অথবা প্রতিজন পুরুষের পরিবর্তে দুইজন মুসলিম ন্যাপরায়ণ মহিলা হইতে হইবে"।

১১। উদ্ধৃতিঃ- ‘‘হদ্দ-এর আওতা বহির্ভুত সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীলোককে বিচারক নিয়োগ করা বৈধ’’।
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন - ২য়_খন্ড পৃষ্ঠা ৫ ধারা ৫৫৪।

অর্থাৎ হুদুদ মামলায় নারীরা বিচারক হতে পারবেন না। ইরাণের একশ’ জন নারী বিচারককে কেরাণীর পদ দেয়া হয়েছিল। যে আদালতে বিচারক ছিলেন তাঁকে ঐ আদালতেই কেরাণীর পদ দিলে নোবেল পুরষ্কারপ্রাপ্ত বিচারক শিরিন এবাদী পদত্যাগ করেছিলেন।

১২। উদ্ধৃতিঃ-‘‘মাদকের ক্ষেত্রে কেবল পুরুষের সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য, নারীর সাক্ষ্য বা নারী-পুরুষের একত্র সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে’’। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন - ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩৩৩ ধারা ১৭৪।

১৩। দাস-দাসী, গায়িকা (গায়ক নয়) এবং সমাজের নীচু ব্যক্তির (উদ্ধৃতিঃ- রাস্তা পরিস্কার-কারী বা শৌচগারের প্রহরী ইত্যাদি) সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নয়।
হানাফি আইন ৩৬১ পৃষ্ঠা,
শাফি’ই আইন -পৃষ্ঠা ৬৩৬ --**Law#o.24.3.3**

তালাক, খরপোষ ইত্যাদি

১৪। স্ত্রীর তালাকের উপায় - উদ্ধৃতিঃ- ‘‘স্ত্রীর ইচ্ছার ভিত্তিতে তৎকর্তৃক প্রদত্ত মালের বিনিমিয়ে সমঝোতার মাধ্যমে স্বামী তাহাকে বিবাহবন্ধন হইতে মুক্ত করিলে উহাকে খুলা বলে’’
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন - ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৪৮৪ ধারা ৩৫৫।
হানাফি আইন ১১২ পৃষ্ঠা,
শাফি’ই আইন -পৃষ্ঠা ৫৬২, ৫৬৫ ও ৯৮১-**Law# n.5.0, n7-7&w-52-1-253-255.**
শারিয়া দি ইসলামিক ল’ - ডঃ আবদুর রাহমান ডোই - পৃষ্ঠা ১৯২।

১৫। খাদ্য, পোষাক ও বাসস্থান দিতে স্বামী বাধ্য থাকবে শুধুমাত্র বাধ্য স্ত্রীকে, অবাধ্য স্ত্রীকে নয়। বাধ্য স্ত্রীকেও এর বাইরের সব খরচ হবে স্বামীর অনুগ্রহ, এমনকি ডাক্তারের, ওষুধের বা সৌন্দর্য্য-চর্চার খরচ। হানাফি আইন ১৪০ পৃষ্ঠা
শাফি’ই আইন -পৃষ্ঠা ৫৪৪ -**Law#m.11.4**
মুহিউদ্দীন খানের অনুদিত বাংলা কোরাণ- পৃষ্ঠা ৮৬৭।
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন - ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৬৩ ধারা ৩৭৯।

১৬। তালাকের পর স্ত্রী মাত্র তিন মাসের জন্য খরপোষ পাবে।
হানাফি আইন ১৪৫ পৃষ্ঠা
শাফি’ই আইন **Page 546 Law#m.11.10.3**
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন - ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৬৭ ধারা ৩৯৬, পৃষ্ঠা ৫০৬ ধারা ৩৯৬।

১৭। বিবাহ-বিচ্ছেদের পরে বাচ্চাদের অভিভাবত্ব মা পাবে ছেলের ৭ ও মেয়ের ৯ বছর বয়স পর্য্যন্ত (যতদিন তাদের যত্ন নিতে হয়)। এর পরে তারা বাবার কাছে চলে যাবে। বাবার অনুমতি ছাড়া মা বাচ্চাদের নিয়ে দুরে কোথাও যেতে পারবে না। কিন্তু মা যদি নামাজ না পড়ে এবং মাহরামের বাইরে কাউকে বিয়ে করে তবে বাচ্চারা বাবার কাছে চলে যাবে। স্বামীর নামাজ বা অন্য বিয়ে এ ক্ষেত্রে ধর্তব্য নয়।
হানাফি আইন ১৩৮ - ১৩৯ পৃষ্ঠা,
শাফি’ই আইন -পৃষ্ঠা ৫৫০ **Law#m.13.0**
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন - ১ম খন্ড ধারা ৩৯৮ ও ৩৯৯।

১৮। শারিয়া অনাথ শিশুকে দত্তক নেবার প্রথা অনুমোদন করে না।
বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন - ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৫৩ ধারা ৩৩১
শারিয়া দি ইসলামিক ল' - ডঃ আবদুর রাহমান ডোই - পৃষ্ঠা ৪৬৩, ইত্যাদি।

১৯। নারীর রক্তমূল্য (নিহতের পরিবার দাবী করলে খুনীকে যে পরিমাণ টাকা দিয়ে দায়মুক্ত হতে হবে) পুরুষের অর্ধেক। এই দাবী বা খুনীকে মাফ করতে শুধু নিহতের পুত্ররা-ই করতে পারে, কন্যারা নয়।
শাফি'ই আইন **Page 590 Law# o4.9.**
শারিয়া দি ইসলামিক ল' - ডঃ আবদুর রাহমান ডোই - পৃষ্ঠা ২৩৫।

বিভিন্ন

২০। উদ্ধৃতিঃ- ''কোন কোন ক্ষেত্রে সাক্ষ্য গোপন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইয়াছে''। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ২য় খন্ড পৃষ্ঠা ২৩১ ধারা ৫৫৯ বিশ্লেষণ। অথচ এ আইন কোরাণকে সরাসরি লংঘন করেছে, - ''সাক্ষী গোপন করিয়ো না'' - সুরা বাকারা আয়াত ২৮৩।

২১। দলবদ্ধভাবে লুট, খুন ও ধর্ষণের পর (সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর) অপরাধীরা ক্ষমা প্রার্থনা করলে শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ২১৮ ধারা ১৩। সে হিসেবে একাত্তরের গণহত্যা ও গণধর্ষণকারীরা শারিয়া-আদালতে শাস্তি পাবে না।

২২। চুরির হুদুদ শাস্তি হাত কাটা। উদ্ধৃতিঃ- ''কেহ যদি রাষ্ট্রীয় তহবিল হইতে চুরি করে তবে তাহার উপর হদ্দ প্রযোজ্য হইবে না''। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৪ ধারা ১৬৫।

২৩। আত্মীয় আত্মীয়ের বাসায় চুরি করলে, মেহমান মেজবানের বাসায় চুরি করলে, বাদ্যযন্ত্র চুরি করলে, বই চুরি করলে, মাঠ থেকে গরু-বাছুর চুরি করলে হুদুদ শাস্তি হবে না। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ৩২৪ বিভিন্ন ধারা।

২৪। কেউ অমুসলিমকে বা মুরতাদকে খুন করলে তার হুদুদ শাস্তি হবে না অর্থাৎ মৃত্যুদন্ড হবে না। বহু সুত্র।

২৫। বাঙ্গালীর প্রিয় কুমড়ো ফুলের ভাজি খাওয়া অপরাধ। উদ্ধৃতিঃ- ''মুকুল হইতে ফল বাহির হওয়ার পূর্বে তাহার ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ''। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১১১ ধারা ২৩১। এ হিসেবে মাছ বা হাঁস-মুরগীর ডিম খাওয়াও নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

২৬। নামাজ-রোজা না করলে শাস্তি হবে। বহু সুত্র। এ আইন সরাসরি লংঘন করে সুরা বাকারা আয়াত ২৫৬ ''ধর্মে জোর-জবরদস্তি নাই। এবং অন্যান্য বহু আয়াত - অন্য নিবন্ধে সেগুলো দেখানো হল।

২৭। উদ্ধৃতিঃ- ''বালেগা নারী অসম পাত্রকে বিবাহ করিলে সহি হইবে কিন্তু (সন্তান প্রসবের আগে) অভিভাবকেরা কোর্টের মাধ্যমে বিবাহ রদ করিতে পারে''। বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৪৮ ধারা ৩০৯।

অসংখ্য আইনের মাত্র কয়েকটা দেয়া হল শারিয়ার চরিত্র সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাবার জন্য। এক আল্লার এক আইন হয়, চার/পাঁচটা হতে পারেনা, - তা-ও আবার সেগুলোর মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। এক মজহাবে ''অপরাধী'' মৃত্যুদন্ড পায় কিন্তু ঐ একই মামলায় অন্য মাজহাবে সে সম্পুর্ণ নিরপরাধ, উদাহরণ নাইজিরিয়ার আমিনা লাওয়াল কুরামি ও পাকিস্তানের জাফরান বিবি'র মামলা দু'টো।

একটা শান্তির ধর্ম যে কতটা বিকৃত ও বিক্রীত হয়েছে তা শারিয়ার দিকে তাকালে বোঝা যায়। কোরাণের মাত্র পাঁচটি সমাজ-শাসনের আয়াত ও কমপক্ষে ১০টা সুত্র (তার মধ্যে আছে ডিউটেরনমি, - ইহুদী আইন-কেতাব) থেকে বারো/তেরো হাজার আইন বানিয়ে ‘‘আল্লা’র আইন’’ নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যে অনৈসলামিক আইনের প্রথম ও প্রধান শিকার মুসলিম নারী, যে অনৈসলামিক আইন অনৈসলামিক খেলাফতকে দিয়েছে ইসলামি বৈধতা, তাকে বৈধ করতে শারিয়ার’ পরে সংকলিত হয়েছে হাজার হাজার ‘‘সহি’’ হাদিস।

কোটি কোটি সরল বিশ্বাসী মানুষকে ঠকাবার একটা সীমা থাকা উচিত।

হাসান মাহমুদ।